ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে

কামিল (স্নাতকোত্তর) আত-তাফসীর বিভাগ ২য় পর্ব

তাফসীর ৪র্থ পত্র: আত তাফসীরুল মুয়াসির-২

مجموعة (ب) : الاسئلة الموجزة

সুরা আন নাহল : سورة النحل

১২৫। سورة النحل مكية ام مدنية؟ كم اية فيها؟ [সুরা আন নাহল মাক্কী না মাদানী সুরা? এতে কয়টি আয়াত রয়েছে?]

১২৬। بين وجه التسمية لسورة النحل بالاختصار - [সুরা আন নাহলের নামকরণের কারণ সংক্ষেপে বর্ণনা কর।]

১২৭। بين سبب نزول الاية "اتى امر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون" - [মহান আল্লাহর বাণী اتى امر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون -এর অবতীর্ণের কারণ বর্ণনা কর।]

১২৮। لماذا عبر قوله تعالى "اتى امر الله" بصيغة الماضى؟ [মহান আল্লাহর বাণী اتى امر الله কেন অতীতকালের صيغة দ্বারা বর্ণনা করা হয়েছে?]

১২৯। ما معنى قوله تعالى "انه لا اله الا انا"؟ بين بالايجاز - [মহান আল্লাহর বাণী انا الا اله لا انه -এর অর্থ কী? সংক্ষেপে বর্ণনা কর।]

১৩০। كم معنى لقوله تعالى "فاذا هو خصيم مبين"؟ [মহান আল্লাহর বাণী فاذا هو خصيم مبين -এর দ্বারা কয়টি অর্থ রয়েছে?]

১৩১। ما معنى سجود الظلال للواحد الديان؟ [আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে সৃষ্টিরাজির ছায়া সেজদা করার অর্থ কী?]

১৩২। ما السر في الاستعاذة بالله قبل قراءة القران؟ [কুরআন তেলাওয়াতের পূর্বে আল্লাহ তায়ালার নিকট আশ্রয়প্রার্থনার রহস্য কী?]

১৩৩। ما معنى الاسلام والدين؟ [الاسلام এবং الدين -এর অর্থ কী?]

১৩৪। بين حاجة الناس الى الدين؟ [মানবজীবনে দ্বীনের প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা কর।]

১৩৫। بين سبب نزول الاية "ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة" - [মহান আল্লাহর বাণী ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة -এর অবতীর্ণের কারণ বর্ণনা কর।]

১৩৬। تحدث عن معنى الحكمة - [الحكمة শব্দের অর্থ বর্ণনা কর।]

سورة بني اسرائيل : সুরা বনি ইসরাঈল

১৩৭। بين وجه التسمية للسورة بنى اسرائيل - [সুরা বনি ইসরাঈলের নামকরণের কারণ বর্ণনা কর।]
১৩৮। لماذا بدأت سورة بنى اسرائيل بالتسبيح؟ بين - [সুরা বনি ইসরাঈল তাসবীহ দ্বারা শুরু করা হয়েছে কেন? বর্ণনা কর।]
১৩৯। ما معنى الاسراء لغة واصطلاحا؟ [الاسراء -এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ কী?]
১৪০। متى وقع المعراج؟ [মিরাজ কখন সংঘটিত হয়েছে?]
১৪১। هل كان معراج النبى صلى الله عليه وسلم في اليقظة ام في المنام؟ وما الاختلاف فيه؟ بين بالايجاز - [নবী কারীম (স)-এর মিরাজ জাগ্রত অবস্থায় সংঘটিত হয়েছিল না নিদ্রাবস্থায়? এ বিষয়ে মতভেদ কী? সংক্ষেপে বর্ণনা কর।]
১৪২। ما الفرق بين الاسراء والمعراج؟ [المعراج এবং الاسراء -এর মধ্যে পার্থক্য কী?]
১৪৩। من اى مكان اسرى بالنبى صلى الله عليه وسلم؟ [কোন স্থান থেকে নবী কারীম (স)-কে ইসরা করানো হয়েছিল?]
১৪৪। الى اى مقام كان العروج من بيت المقدس؟ [বায়তুল মুকাদ্দাস থেকে কোন স্থান পর্যন্ত মিরাজ সংঘটিত হয়েছিল?]
১৪৫। فسر قوله تعالى "وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا - [আল্লাহ তায়ালার বাণী وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا -এর তাফসীর কর।]
১৪৬। ما معنى عندك في قوله تعالى "اما يبلغن عندك الكبر"؟ [আল্লাহ তায়ালার বাণী اما يبلغن عندك الكبر -এর মধ্যে عندك -এর অর্থ কী?]
১৪৭। ما حقوق الوالدين على الاولاد؟ بين مختصرا - [সন্তানের ওপর পিতামাতার অধিকার বা দায়িত্বসমূহ সংক্ষেপে বর্ণনা কর।]
১৪৮। الاحترام للوالدين واجب، فما الحكم اذا كانا كافرين؟ بين مدللا - [পিতামাতার প্রতি সম্মান করা ওয়াজিব কিন্তু তারা কাফের হলে বিধান কী? দলীলসহ বর্ণনা কর।]
১৪৯। ما معنى قوله تعالى "جناح الذل"؟ وكم وجها فيه؟ [আল্লাহ তায়ালার বাণী جناح الذل -এর অর্থ কী? এতে কয়টি দিক রয়েছে?]

১৫০। بم اشير بقوله تعالى "ربكم اعلم بما في نفوسكم ان تكونوا صالحين"؟ [আল্লাহ তায়ালার বাণী ربكم اعلم بما في نفوسكم ان تكونوا صالحين দ্বারা কীসের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে?]
১৫১। عرف الصلاة والصوم - [الصوم ও الصلاة-এর সংজ্ঞা দাও।]
১৫২। ما الروح؟ [الروح কী?]
১৫৩। اين تسكن ارواح الكفار وارواح المؤمنين؟ بين - [কাফের ও মুমিনদের আত্মা কোথায় অবস্থান করে? বর্ণনা কর।]
১৫৪। بين مشاهد القيامة وما فيها من اهوال - [কেয়ামতের দৃশ্যাবলি ও তার ভয়াবহতা বর্ণনা কর।]
১৫৫। ما هى الايات التسع التى اعطاها الله موسى عليه السلام؟ [হজরত মুসা (আ)-কে প্রদত্ত নয়টি নিদর্শন কী কী?]
১৫৬। ما معنى الخرور للذقن؟ وما معنى اللام في قوله تعالى "يخرون للاذقان"؟ [الخرور للذقن-এর অর্থ কী এবং يخرون للاذقان-এর মধ্যে اللام - এর অর্থ কী?]
১৫৭। لم كرر يخرون؟ وما معنى الدعاء في الاية؟ [يخرون শব্দটি কেন পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে? আয়াতে الدعاء-এর অর্থ কী?]
১৫৮। بين سبب نزول الاية "قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن" - [আল্লাহ তায়ালার বাণী قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن-এর শানে নুযুল বর্ণনা কর।]
১৫৯। ما معنى قوله تعالى "قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن"؟ وما المراد بالدعاء هنا؟ [আল্লাহ তায়ালার বাণী قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن-এর অর্থ কী? এখানে الدعاء দ্বারা কী উদ্দেশ্য করা হয়েছে?]

সূরা আন নাহল : سورة النحل

১২৫। সূরা আন নাহল মাক্কী না মাদানী সূরা? এতে কয়টি আয়াত রয়েছে? (سورة النحل مكية ام مدنية؟ كم اية فيها؟)

উত্তর: ভূমিকা: কুরআনুল কারীমের ১৬তম সূরা হলো 'সূরা আন-নাহল'। এটি একটি দীর্ঘ সূরা এবং এতে আল্লাহর অসংখ্য নিয়ামতের বর্ণনা রয়েছে।

মাক্কী না মাদানী (مكية أم مدنية): সূরা আন-নাহলের অধিকাংশ আয়াত মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে। তবে শেষদিকের তিনটি আয়াত (১২৬-১২৮) মদিনায় অবতীর্ণ হয়েছে।

- **জমহুর মুফাসসিরগণের মত:** এটি মূলত **মাক্কী সূরা**। ইমাম কুরতুবী (রহ.) বলেন, প্রথম ৪০টি আয়াত মক্কায় নাজিল হয়েছে, আর বাকিগুলো মদিনায়। তবে বিশুদ্ধ মত হলো, উহুদ যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে নাজিল হওয়া শেষের কয়েকটি আয়াত ছাড়া বাকি সম্পূর্ণ সূরাটি মাক্কী।

আয়াত সংখ্যা (عدد الآيات): সূরা আন-নাহলের মোট আয়াত সংখ্যা **১২৮টি**। এতে রুকু আছে ১৬টি এবং এটি ১৪তম পারার অন্তর্ভুক্ত।

১২৬। সূরা আন নাহলের নামকরণের কারণ সংক্ষেপে বর্ণনা কর। (بين وجه التسمية لسورة النحل بالاختصار)

উত্তর: নামকরণ (وجه التسمية): 'আন-নাহল' (النحل) শব্দের অর্থ মৌমাছি। এই সূরার ৬৮ ও ৬৯ নং আয়াতে আল্লাহ তায়ালা মৌমাছির প্রসঙ্গ আলোচনা করেছেন।

কারণসমূহ: ১. মৌমাছির ওহী: আল্লাহ তায়ালা বলেন, (وَ اَوْحٰى رَبُّكَ اِلَى النَّحْلِ) ''আপনার রব মৌমাছিকে ওহী (প্রাকৃতিক নির্দেশনা) পাঠালেন।'' ক্ষুদ্র এই পতঙ্গ কীভাবে আল্লাহর নির্দেশ মেনে সুমিষ্ট মধু আহরণ করে এবং মানুষের উপকারে আসে, তা এক বিস্ময়কর নিদর্শন। ২. **নিয়ামতের সূরা:** এই সূরার অপর নাম 'সূরাতুন নি'আম' (নিয়ামতের সূরা)। এতে বৃষ্টির পানি, গবাদিপশু, ফলমূল, দুধ এবং মধুর মতো অসংখ্য নিয়ামতের কথা বলা হয়েছে। মৌমাছি ও মধুর আলোচনা এর অন্যতম প্রধান অংশ। তাই এই ক্ষুদ্র অথচ পরিশ্রমী ও উপকারী পতঙ্গের নামানুসারে এই সূরার নাম 'সূরা আন-নাহল' রাখা হয়েছে।

১২৭। মহান আল্লাহর বাণী 'আতা আমরুল্লাহি ফালা তাসতা'জিলূহু...' -এর অবতীর্ণের কারণ বর্ণনা কর। (بين سبب نزول الاية "اتى امر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون")

উত্তর: আয়াত: (اَتٰٓى اَمْرُ اللّٰهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوْهُ) **অর্থ:** ''আল্লাহর নির্দেশ (কিয়ামত বা আযাব) এসে গেছে; সুতরাং তোমরা এর জন্য তাড়াহুড়ো করো না।''

শানে নুযুল (سبب النزول): মক্কার কাফেররা, বিশেষ করে নদর ইবনে হারিস এবং তার সঙ্গীরা রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে উপহাস করে বলত, ''হে মুহাম্মাদ! তুমি যে আযাব বা কিয়ামতের ভয় দেখাও, তা কবে আসবে?'' তারা চ্যালেঞ্জ ছুড়ে বলত, ''যদি তুমি সত্যবাদী হও, তবে সেই আযাব এখনই নিয়ে এসো।'' তাদের এই ধৃষ্টতা ও তাড়াহুড়োর জবাবে আল্লাহ তায়ালা এই আয়াত নাজিল করেন। এখানে সতর্ক করা হয়েছে যে, আল্লাহর আযাব বা কিয়ামত সুনিশ্চিত, তা নির্ধারিত সময়েই আসবে। সুতরাং তা নিয়ে উপহাস বা তাড়াহুড়ো করা বোকামি।

১২৮। মহান আল্লাহর বাণী 'আতা আমরুল্লাহ' কেন অতীতকালের সীগাহ দ্বারা বর্ণনা করা হয়েছে? (لماذا عبر قوله تعالى "اتى امر الله" بصيغة الماضى؟)

উত্তর: সূরা আন-নাহলের প্রথম আয়াতে আল্লাহ বলেছেন **'আতা'** (اَتٰٓى)। আরবি ব্যাকরণ অনুযায়ী এটি 'ফেলে মাজি' বা অতীতকালের ক্রিয়া। এর শাব্দিক অর্থ ''এসে গেছে''। অথচ কিয়ামত বা আযাব তখনো আসেনি, বরং ভবিষ্যতে আসবে।

অতীতকালের ক্রিয়া ব্যবহারের হেকমত: ১. সুনিশ্চিত হওয়া (تحقيق الوقوع): আরবি অলংকার শাস্ত্রে, যখন কোনো ভবিষ্যৎ ঘটনা ঘটা শতভাগ নিশ্চিত হয়, তখন নিশ্চয়তা বোঝানোর জন্য অতীতকালের শব্দ ব্যবহার করা হয়। অর্থাৎ, এটি এতটাই সত্য যে, ধরে নাও এটি হয়েই গেছে। 2. **নিকটবর্তী হওয়া:** কিয়ামত আসন্ন। মহাকালের তুলনায় কিয়ামতের বাকি সময়টুকু খুবই নগণ্য। তাই একে ঘটে যাওয়া ঘটনার মতো উপস্থাপন করা হয়েছে। আল্লামা যামাখশারী (রহ.) বলেন, ''ভবিষ্যৎকে অতীতকাল দিয়ে ব্যক্ত করা হয়েছে ঘটনাটির অনিবার্যতা প্রমাণ করার জন্য।''

১২৯। মহান আল্লাহর বাণী 'আন্নাহু লা ইলাহা ইল্লা আনা...' -এর অর্থ কী? সংক্ষেপে বর্ণনা কর। (ما معنى قوله تعالى "انه لا اله الا انا"؟ بين بالايجاز)

উত্তর: আয়াত: (اَنَّهٗ لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنَا فَاتَّقُوْنِ) **অর্থ:** ''(ফেরেশতারা ওহী নিয়ে নামেন এই মর্মে যে) আমি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই; সুতরাং তোমরা আমাকেই ভয় কর।'' (সূরা আন-নাহল: ২)

তাফসীর ও মর্মার্থ: ১. তাওহীদের ঘোষণা: এটিই হলো সমস্ত নবী-রাসূলের দাওয়াতের মূল কথা। সৃষ্টির শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আল্লাহর পাঠানো সব বাণীর সারসংক্ষেপ হলো—আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয়। ২. **তাকওয়া:** তাওহীদের দাবি হলো একমাত্র আল্লাহকে ভয় করা এবং তাঁর অবাধ্যতা থেকে বিরত থাকা। 'ফাত্তাকুন' (আমাকে ভয় কর) বলে শিরক ও কুফর থেকে বাঁচার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ৩. **রিসালাতের উদ্দেশ্য:** আল্লাহ ফেরেশতাদের মাধ্যমে নবীদের কাছে যে 'রূহ' বা ওহী পাঠান, তার মূল উদ্দেশ্যই হলো মানুষকে এই তাওহীদের পথে সতর্ক করা।

১৩০। মহান আল্লাহর বাণী 'ফাইযা হুয়া খসীমুম মুবীন' -এর দ্বারা কয়টি অর্থ রয়েছে? (كم معنى لقوله تعالى "فاذا هو خصيم مبين"؟)

উত্তর: আয়াত: (خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ نُّطْفَةٍ فَاِذَا هُوَ خَصِيْمٌ مُّبِيْنٌ) **অর্থ:** ''তিনি মানুষকে শুক্রবিন্দু থেকে সৃষ্টি করেছেন, অথচ দেখ! সে (মানুষ) প্রকাশ্য বিতার্কিক হয়ে গেছে।''

'খসীমুম মুবীন' (خَصِيْمٌ مُّبِيْنٌ)-এর দুটি ব্যাখ্যা: ১. অবাধ্য বা ঝগড়াটে (নেতিবাচক): অধিকাংশ মুফাসসিরের মতে, এখানে কাফের ও অকৃতজ্ঞ মানুষকে বোঝানো হয়েছে। আল্লাহ তাকে তুচ্ছ নাপাক পানি থেকে সৃষ্টি করে শক্তিশালী করেছেন, আর সে এখন তার সেই স্রষ্টার অস্তিত্ব নিয়েই তর্ক জুড়ে দিচ্ছে এবং পুনরুত্থানকে অস্বীকার করছে। এটি তার চরম ধৃষ্টতা। ২. **বাকপটু বা বিতার্কিক (ইতিবাচক):** কারো কারো মতে, এটি মানুষের একটি গুণ। আল্লাহ মানুষকে কথা বলার ও নিজের পক্ষে যুক্তি উপস্থাপন করার যোগ্যতা দিয়েছেন। সে নিজের অধিকার আদায়ে স্পষ্ট ভাষায় কথা বলতে পারে। তবে আয়াতের প্রেক্ষাপটে প্রথম অর্থটিই (অবাধ্যতা) অধিক গ্রহণযোগ্য।

১৩১। আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে সৃষ্টিরাজির ছায়া সেজদা করার অর্থ কী? (ما معنى سجود الظلال للواحد الديان؟)

উত্তর: সূরা আন-নাহলের ৪৮ নং আয়াতে আল্লাহ বলেন: (يَتَفَيَّؤُا ظِلٰلُهٗ عَنِ الْيَمِيْنَ وَ الشَّمَآئِلِ سُجَّدًا لِّلّٰهِ وَ هُمْ دٰخِرُوْنَ) ''(তারা কি লক্ষ্য করে না আল্লাহর সৃষ্টির প্রতি?) যার ছায়া ডানে ও বামে ঢলে পড়ে আল্লাহর প্রতি সিজদাবনত হয় এবং তারা বিনয়ী।''

ছায়ার সেজদার অর্থ: ১. আনুগত্য (الانقياد): সৃষ্টিজগতের প্রতিটি বস্তু (গাছপালা, পাহাড়-পর্বত) আল্লাহর প্রাকৃতিক আইনের অধীন। সূর্যের অবস্থানের সাথে সাথে তাদের ছায়া দীর্ঘ বা খাটো হয় এবং দিক পরিবর্তন করে। ছায়ার এই বাধ্যগত নড়াচড়াই হলো তাদের 'সিজদা' বা আনুগত্য। ২. **তাসবীহ:** মুফাসসির মুজাহিদ (রহ.) বলেন, ''সূর্য ঢলে পড়ার সময় প্রতিটি বস্তুর ছায়া আল্লাহকে সিজদা করে।'' এটি তাদের ইবাদত, যা আমরা বুঝতে পারি না। ৩. **বিনয়:** 'দাকিরূন' অর্থ অপদস্থ বা বিনয়ী। জড়বস্তুর নিজস্ব কোনো ক্ষমতা নেই, তারা মহান রবের নির্দেশের সামনে পূর্ণ আত্মসমর্পণকারী।

১৩২। কুরআন তেলাওয়াতের পূর্বে আল্লাহ তায়ালার নিকট আশ্রয়প্রার্থনার রহস্য কী? (ما السر في الاستعاذة بالله قبل قراءة القران؟)

উত্তর: সূরা আন-নাহলের ৯৮ নং আয়াতে আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন: (فَاِذَا قَرَاْتَ الْقُرْاٰنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ)

রহস্য ও হেকমত: ১. শয়তানের বাধা: কুরআন হলো হেদায়েতের উৎস। যখন বান্দা কুরআন পড়ে, শয়তান তখন সবচেয়ে বেশি ঈর্ষান্বিত হয় এবং পাঠকের মনে কুমন্ত্রণা (ওয়াসওয়াসা) সৃষ্টি করে, যাতে সে অর্থ বুঝতে না পারে বা ভুল বোঝে। তাই পড়ার আগেই আল্লাহর কাছে সুরক্ষা (ইস্তিআযা) চাইতে হয়। ২. **পবিত্রতা অর্জন:** শয়তান থেকে আশ্রয় চাওয়ার মাধ্যমে পাঠকের অন্তর ও মুখ পবিত্র হয় এবং সে ঐশী বাণী ধারণ করার যোগ্যতা অর্জন করে। ৩. **বিনয় প্রকাশ:** পাঠক স্বীকার করে নেয় যে, আল্লাহর সাহায্য ছাড়া সে হেদায়েত বা জ্ঞান লাভ করতে অক্ষম।

১৩৩। 'আল-ইসলাম' এবং 'আদ-দ্বীন'-এর অর্থ কী? (ما معنى الاسلام والدين؟)

উত্তর: ১. আল-ইসলাম (الْإِسْلَامُ):

- **আভিধানিক অর্থ:** আত্মসমর্পণ করা, অনুগত হওয়া, শান্তি স্থাপন করা।
- **পারিভাষিক অর্থ:** আল্লাহ তায়ালার একত্ববাদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে তাঁর আদেশ-নিষেধের কাছে নিজের সত্তাকে পূর্ণরূপে সমর্পণ করা এবং রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর দেখানো পথে জীবন পরিচালনা করা।

২. আদ-দ্বীন (الدِّينُ):

- **আভিধানিক অর্থ:** প্রতিদান, আনুগত্য, জীবনব্যবস্থা, নিয়ম-কানুন।
- **পারিভাষিক অর্থ:** আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে প্রেরিত এমন এক বিধান বা জীবনব্যবস্থা, যা বুদ্ধিমান মানুষকে স্বেচ্ছায় সত্য ও কল্যাণের দিকে পরিচালিত করে। কুরআন মাজিদে ইসলামকেই একমাত্র মনোনীত 'দ্বীন' বলা হয়েছে (ইন্নাদ দ্বীনা 'ইনদাল্লাহিল ইসলাম)।

১৩৪। মানবজীবনে দ্বীনের প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা কর। (بين حاجة الناس الى الدين؟)

উত্তর: মানুষ সৃষ্টিগতভাবেই অসম্পূর্ণ এবং আল্লাহর মুখাপেক্ষী। মানবজীবনে দ্বীনের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম: ১. **স্রষ্টার পরিচয় লাভ:** দ্বীন ছাড়া মানুষ তার স্রষ্টাকে চিনতে পারে না এবং সৃষ্টির উদ্দেশ্য সম্পর্কে জানতে পারে না। ২. **আত্মিক প্রশান্তি:** মানুষের শরীর মাটির, কিন্তু রূহ বা আত্মা আসমানি। রূহের খোরাক হলো দ্বীন ও ইবাদত। দ্বীন ছাড়া মানুষ চরম মানসিক অশান্তিতে ভোগে। ৩. **সামাজিক শৃঙ্খলা:** মানুষের তৈরি আইনে ভুল ও পক্ষপাতিত্ব থাকে। কিন্তু দ্বীন বা আল্লাহর আইনে ন্যায়বিচার ও সাম্য নিশ্চিত হয়, যা সমাজে শান্তি আনে। ৪. **পরকালীন মুক্তি:** মৃত্যুর পরবর্তী অনন্ত জীবনে জান্নাত লাভ এবং জাহান্নাম থেকে মুক্তির একমাত্র উপায় হলো সহিহ দ্বীন পালন করা।

১৩৫। মহান আল্লাহর বাণী 'উদ্'উ ইলা সাবীলি রব্বিকা বিল হিকমাতি...' -এর অবতীর্ণের কারণ বর্ণনা কর। (بين سبب نزول الاية "ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة")

উত্তর: আয়াত: (اُدْعُ اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَ الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ) **অর্থ:** ''আপনি আপনার রবের পথে আহ্বান করুন প্রজ্ঞা ও উত্তম উপদেশের মাধ্যমে...।'' (সূরা আন-নাহল: ১২৫)

শানে নুযুল: উহুদ যুদ্ধে কাফেররা ইসলামের বীর সেনানী ও নবীজির চাচা হজরত হামযা (রা.)-কে নির্মমভাবে হত্যা করে তাঁর নাক-কান কেটে (মুছলা করে) বিকৃত করেছিল। এই দৃশ্য দেখে রাসূলুল্লাহ (সা.) অত্যন্ত ব্যথিত ও রাগান্বিত হন। তিনি কসম করে বলেন, ''আমি এর প্রতিশোধে কুরাইশদের ৭০ জন লোকের লাশ বিকৃত করব।'' তখন জিবরাঈল (আ.) এই আয়াত নিয়ে আসেন। আল্লাহ তায়ালা নবীজিকে প্রতিশোধপরায়ণ না হয়ে সবর করার এবং মানুষকে হেদায়েতের পথে ডাকার জন্য উত্তম পন্থা (হিকমত ও সদুপদেশ) অবলম্বন করার নির্দেশ দেন। এরপর নবীজি (সা.) তাঁর কসম কাফফারা দেন এবং প্রতিশোধ নেওয়া থেকে বিরত থাকেন।

১৩৬। 'আল-হিকমাহ' শব্দের অর্থ বর্ণনা কর। (تحدث عن معنى الحكمة)

উত্তর: সূরা আন-নাহলের ১২৫ নং আয়াতে দাওয়াতের প্রথম পদ্ধতি হিসেবে 'হিকমাহ' (اَلْحِكْمَةَ) উল্লেখ করা হয়েছে।

অর্থ ও তাৎপর্য: ১. আভিধানিক অর্থ: প্রজ্ঞা, বিজ্ঞান, দর্শন, বা কোনো বস্তুকে তার উপযুক্ত স্থানে স্থাপন করা। ২. **তাফসীরি অর্থ:**

- **কুরআন ও সুন্নাহ:** অধিকাংশ মুফাসসিরের মতে, হিকমত দ্বারা পবিত্র কুরআন এবং সুন্নাহর অকাট্য দলিল বোঝানো হয়েছে।
- **নবুওয়ত:** কারো কারো মতে, হিকমত অর্থ নবুওয়ত বা ঐশী জ্ঞান।
- **কৌশল:** দাওয়াতের ক্ষেত্রে হিকমত হলো—পাত্র, স্থান ও কাল বিবেচনা করে কথা বলা। অর্থাৎ, কার সাথে কীভাবে কথা বললে সে সত্য গ্রহণ করবে, সেই বুঝশক্তি প্রয়োগ করা। একজন সাধারণ মানুষের সাথে আর একজন বিদ্বান ব্যক্তির সাথে দাওয়াতের ভাষা ভিন্ন হওয়াই হিকমত।

সুরা বনি ইসরাঈল : سورة بني اسرائيل

১৩৭। সুরা বনী ইসরাঈলের নামকরণের কারণ বর্ণনা কর। (بين وجه التسمية للسورة بنى اسرائيل)

উত্তর: ভূমিকা: আল-কুরআনের ১৭তম সূরা হলো এই সূরাটি। মুফাসসিরগণের নিকট এই সূরার দুটি নাম প্রসিদ্ধ: ১. সূরা আল-ইসরা, ২. সূরা বনী ইসরাঈল।

নামকরণের কারণ (وجه التسمية): ১. সূরা আল-ইসরা: 'ইসরা' অর্থ রাত্রিকালীন ভ্রমণ। যেহেতু এই সূরার প্রথম আয়াতে মহানবী (সা.)-এর মক্কা থেকে বায়তুল মুকাদ্দাস পর্যন্ত অলৌকিক রাত্রিকালীন ভ্রমণের (ইসরা) ঘটনা বর্ণিত হয়েছে, তাই একে 'সূরা আল-ইসরা' বলা হয়। ২. **সূরা বনী ইসরাঈল:** এই সূরার ২য় আয়াত থেকে শুরু করে একটি উল্লেখযোগ্য অংশজুড়ে বনী ইসরাঈল জাতির উত্থান-পতন, তাদের ওপর কিতাব নাজিল এবং তাদের দুইবার পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টির ভবিষ্যদ্বাণী বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে। এ কারণে সাহাবায়ে কেরাম ও সালাফে সালেহীন একে 'সূরা বনী ইসরাঈল' নামে অভিহিত করতেন। সহিহ বুখারী ও মুসলিমের হাদিসেও একে 'বনী ইসরাঈল' বলা হয়েছে।

১৩৮। সুরা বনী ইসরাঈল তাসবীহ দ্বারা শুরু করা হয়েছে কেন? বর্ণনা কর। (لماذا بدأت سورة بنى اسرائيل بالتسبيح؟ بين)

উত্তর: সূরা বনী ইসরাঈলের প্রথম শব্দটি হলো **'সুবহানা'** (سُبْحٰنَ), যার অর্থ পবিত্রতা ঘোষণা করা।

শুরুতে তাসবীহ ব্যবহারের কারণ: ১. আশ্চর্যজনক ঘটনা: আরবি ভাষায় কোনো অকল্পনীয় বা বিস্ময়কর ঘটনা বর্ণনার শুরুতে 'সুববানাল্লাহ' বা 'সুবহানা' ব্যবহার করা হয়। মেরাজের ঘটনাটি যেহেতু মানুষের সাধারণ বুদ্ধির অগম্য এবং অত্যন্ত বিস্ময়কর, তাই আল্লাহ তায়ালা তাসবীহ দ্বারা সূরাটি শুরু করেছেন। ২. **অক্ষমতা থেকে পবিত্রতা:** কেউ যেন ভাবতে না পারে যে, এত অল্প সময়ে আসমান-জমিন ভ্রমণ করানো আল্লাহর পক্ষে অসম্ভব। তাই 'সুবহানা' বলে আল্লাহ ঘোষণা করছেন যে, তিনি সব ধরনের অক্ষমতা ও দুর্বলতা থেকে পবিত্র। ৩. **মিথ্যারোপের খণ্ডন:** কাফেররা মেরাজের ঘটনাকে মিথ্যা বলেছিল। আল্লাহ তায়ালা তাসবীহ দ্বারা নিজের সত্তাকে তাদের মিথ্যা অপবাদ থেকে পবিত্র ঘোষণা করেছেন।

১৩৯। 'আল-ইসরা' -এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ কী? (ما معنى الاسراء لغة واصطلاحا؟)

উত্তর: আভিধানিক অর্থ (لغة): 'আল-ইসরা' (الْإِسْرَاءُ) শব্দটি আরবি 'সিরা' (سُرى) মূলধাতু থেকে এসেছে। এর অর্থ হলো—রাতের বেলা ভ্রমণ করা বা করানো (Night Journey)।

পারিভাষিক অর্থ (اصطلاحا): ইসলামি শরিয়তের পরিভাষায়, হিজরতের পূর্বে নবুওয়তের এক বিশেষ রাতে জিবরাঈল (আ.)-এর মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা তাঁর প্রিয় হাবীব হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-কে মক্কার 'মসজিদুল হারাম' থেকে ফিলিস্তিনের 'মসজিদুল আকসা' (বায়তুল মুকাদ্দাস) পর্যন্ত যে অলৌকিক ভ্রমণ করিয়েছিলেন, তাকে 'ইসরা' বলা হয়। কুরআনে এই অংশটুকুকে 'ইসরা' এবং পরবর্তী ঊর্ধ্বগমনকে হাদিসের ভাষায় 'মিরাজ' বলা হয়।

১৪০। মিরাজ কখন সংঘটিত হয়েছে? (متى وقع المعراج؟)

উত্তর: মেরাজ সংঘটিত হওয়ার সুনির্দিষ্ট তারিখ ও বছর নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ থাকলেও এটি নিশ্চিত যে, ঘটনাটি হিজরতের পূর্বে মক্কায় সংঘটিত হয়েছিল।

প্রসিদ্ধ অভিমতসমূহ: ১. রজব মাসের ২৭ তারিখ: আল্লামা ইবনে কাসীর ও অধিকাংশ ওলামায়ে কেরামের মতে, নবুওয়তের ১০ম বা ১১শ বছরে রজব মাসের ২৭ তারিখ দিবাগত রাতে মেরাজ সংঘটিত হয়। এটিই ভারতীয় উপমহাদেশে সর্বাধিক প্রসিদ্ধ মত। ২. **অন্যান্য মত:** কারো মতে রবিউল আউয়াল মাসে, কারো মতে রমজান বা শাওয়াল মাসে। হিজরতের ১ বছর, ১৮ মাস বা ৫ বছর পূর্বে হওয়ার ব্যাপারেও ভিন্ন ভিন্ন মত রয়েছে। তবে সারকথা হলো, খাদিজা (রা.)-এর ইন্তেকালের পর এবং মদিনায় হিজরতের ১-২ বছর আগে এই ঘটনা ঘটেছিল।

১৪১। নবী কারীম (স)-এর মিরাজ জাগ্রত অবস্থায় সংঘটিত হয়েছিল না নিদ্রাবস্থায়? এ বিষয়ে মতভেদ কী? সংক্ষেপে বর্ণনা কর। (هل كان معراج النبى صلى الله عليه وسلم في اليقظة ام في المنام؟ وما الاختلاف فيه؟ بين بالايجاز)

উত্তর: মেরাজের ধরন সম্পর্কে প্রধানত দুটি মত পাওয়া যায়:

১. **জমহুর বা অধিকাংশের মত (শারীরিক ও জাগ্রত অবস্থায়):** সাহাবা, তাবেঈন এবং আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামায়াতের সর্বসম্মত আকিদা হলো, মেরাজ বা ইসরা নবীজি (সা.)-এর সশরীরে এবং জাগ্রত অবস্থায় হয়েছিল (بِجَسَدِهِ وَ رُوْحِهِ يَقْظَةً)। **দলিল:** আল্লাহ বলেছেন, (اَسْرٰى بِعَبْدِهٖ) ''তিনি তাঁর **বান্দাকে** ভ্রমণ করিয়েছেন''। 'বান্দা' শব্দটি শরীর ও আত্মা উভয়ের সমষ্টি, কেবল আত্মার নয়। যদি এটি কেবল স্বপ্ন হতো, তবে কাফেররা এত বিরোধিতা করত না এবং এটি কোনো মুজিযা বা অলৌকিক বিষয় হতো না।

২. **সংখ্যালঘিষ্ঠ মত (আত্মিক বা স্বপ্নযোগে):** হজরত আয়েশা (রা.) এবং মুয়াবিয়া (রা.) থেকে বর্ণিত কিছু রেওয়ায়েতে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, এটি রূহানী বা আত্মিক ভ্রমণ ছিল। তবে মুহাদ্দিসগণ এর ব্যাখ্যা দিয়েছেন যে, হয়তো তাঁরা মেরাজের আগের বা পরের কোনো স্বপ্নের কথা বলেছেন, অথবা মূল মেরাজ যে সশরীরে ছিল তা তাঁদের কাছে স্পষ্ট ছিল না। বিশুদ্ধ মত হলো—মেরাজ সশরীরে এবং জাগ্রত অবস্থায়ই ছিল।

১৪২। 'আল-ইসরা' এবং 'আল-মিরাজ' -এর মধ্যে পার্থক্য কী? (ما الفرق بين الاسراء والمعراج؟)

উত্তর: যদিও সাধারণ ভাষায় পুরো ঘটনাকে 'শবে মেরাজ' বলা হয়, কিন্তু পরিভাষাগতভাবে 'ইসরা' ও 'মিরাজ' দুটি ভিন্ন পর্যায়।

পার্থক্য: ১. আল-ইসরা (الْإِسْرَاءُ): এটি ভ্রমণের প্রথম পর্ব। মক্কার মসজিদুল হারাম থেকে জেরুজালেমের বায়তুল মুকাদ্দাস (মসজিদুল আকসা) পর্যন্ত ভ্রমণকে 'ইসরা' বলা হয়। এটি সূরা বনী ইসরাঈলের ১ম আয়াত দ্বারা অকাট্যভাবে প্রমাণিত। এটি অস্বীকারকারী কাফের। ২. **আল-মিরাজ (الْمِعْرَاجُ):** এটি ভ্রমণের দ্বিতীয় পর্ব। বায়তুল মুকাদ্দাস থেকে উর্ধ্বাকাশ, সিদরাতুল মুনতাহা এবং আরশে

আযীম পর্যন্ত ভ্রমণকে 'মিরাজ' (ঊর্ধ্বগমন) বলা হয়। এটি সূরা আন-নাজম ও সহিহ হাদিস দ্বারা প্রমাণিত।

১৪৩। কোন স্থান থেকে নবী কারীম (স)-কে ইসরা করানো হয়েছিল? (من اى مكان اسرى بالنبى صلى الله عليه وسلم؟)

উত্তর: সূরা বনী ইসরাঈলের ১ম আয়াতে আল্লাহ স্পষ্টভাবে বলেছেন: (مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ) অর্থাৎ ''মসজিদুল হারাম থেকে''। তবে মসজিদুল হারামের ঠিক কোন জায়গা থেকে যাত্রা শুরু হয়েছিল, সে বিষয়ে হাদিসে বিস্তারিত বিবরণ এসেছে: ১. **হাতীম বা হিজর:** সহিহ বুখারী ও মুসলিমের হাদিস অনুযায়ী, নবীজি (সা.) তখন কাবার 'হাতীম' (হিজর) অংশে শুয়ে ছিলেন বা তন্দ্রাচ্ছন্ন ছিলেন। সেখান থেকেই জিবরাঈল (আ.) তাঁকে বোরাকে আরোহণ করান। ২. **উম্মে হানির গৃহ:** অন্য বর্ণনায় এসেছে, তিনি তখন উম্মে হানির (নবীজির চাচাতো বোন) ঘরে ছিলেন। যেহেতু উম্মে হানির ঘর হারাম শরিফের সীমানার অন্তর্ভুক্ত ছিল, তাই আয়াত ও হাদিসের মধ্যে কোনো বিরোধ নেই। হারামের যেকোনো অংশকে 'মসজিদুল হারাম' বলা যায়।

১৪৪। বায়তুল মুকাদ্দাস থেকে কোন স্থান পর্যন্ত মিরাজ সংঘটিত হয়েছিল? (الى اى مقام كان العروج من بيت المقدس؟)

উত্তর: বায়তুল মুকাদ্দাস থেকে নবীজি (সা.)-কে বোরাক বা বিশেষ সিঁড়ির (মিরাজ) মাধ্যমে ঊর্ধ্বজগতে নিয়ে যাওয়া হয়। এই ভ্রমণের ধাপগুলো ছিল নিম্নরূপ: ১. **সপ্ত আকাশ:** তিনি একে একে সাতটি আসমান অতিক্রম করেন এবং সেখানে বিভিন্ন নবীর সাথে সাক্ষাৎ করেন। ২. **সিদরাতুল মুনতাহা:** সপ্তম আকাশের ওপর অবস্থিত কুল বৃক্ষ বা 'সিদরাতুল মুনতাহা' পর্যন্ত গমন করেন। ৩. **আল্লাহর সান্নিধ্য:** সেখান থেকে তিনি আরও উঁচুতে আরশে আযীমের নিকটবর্তী হন। কুরআনের ভাষায়, (فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنٰى) ''অতঃপর তিনি তার (আল্লাহর) নিকটবর্তী হলেন, যেন দুই ধনুকের ব্যবধান বা তার চেয়েও কম।'' (সূরা নাজম: ৯)। এটি ছিল সৃষ্টির শেষ সীমা, যেখানে জিবরাঈল (আ.)-ও যেতে পারেননি।

১৪৫। আল্লাহ তায়ালার বাণী 'ওয়া কাদা রব্বুকা আল্লা তা'বুদূ ইল্লা ইয়্যাহু...' -এর তাফসীর কর। (فسر قوله تعالى "وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا")

উত্তর: আয়াত: (وَ قَضٰى رَبُّكَ اَلَّا تَعْبُدُوْۤا اِلَّاۤ اِيَّاهُ وَ بِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا) **অনুবাদ:** ''আপনার রব ফয়সালা বা নির্দেশ দিয়েছেন যে, তোমরা তাঁকে ছাড়া অন্য কারো ইবাদত করবে না এবং পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহার করবে।''

তাফসীর: ১. তাওহীদের নির্দেশ: আয়াতে 'কাদা' (قَضٰى) অর্থ হুকুম বা আদেশ। আল্লাহ সর্বপ্রথম নির্দেশ দিয়েছেন শিরকমুক্ত হয়ে এক আল্লাহর ইবাদত করার। ২. **পিতামাতার অধিকার:** আল্লাহর হকের পরেই পিতামাতার হক উল্লেখ করা হয়েছে। 'ওয়াবিল ওয়ালিদাইনি ইহসানা' অর্থ হলো পিতামাতার সাথে সর্বোচ্চ ভালো ব্যবহার করা। ৩. **তাৎপর্য:** আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টি করেছেন ও লালন-পালন করেছেন, আর পিতামাতা হলেন সেই সৃষ্টির মাধ্যম ও লালন-পালনকারী। তাই স্রষ্টার কৃতজ্ঞতার সাথে সাথেই পিতামাতার কৃতজ্ঞতা আদায় ও সেবা করা ফরজ করা হয়েছে।

১৪৬। আল্লাহ তায়ালার বাণী 'ইম্মা ইয়াবলুগান্না 'ইনদাকাল কিবারা' -এর মধ্যে 'ইনদাকা' -এর অর্থ কী? (ما معنى عندك في قوله تعالى "اما يبلغن عندك الكبر"؟)

উত্তর: সূরা বনী ইসরাঈলের ২৩ নং আয়াতে আল্লাহ বলেন: (اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ اَحَدُهُمَاۤ اَوْ كِلٰهُمَا) ''যদি তোমার জীবদ্দশায় তাদের (পিতামাতার) একজন বা উভয়জন বার্ধক্যে উপনীত হয়...।''

'ইনদাকা' (عِنْدَكَ)-এর বিশেষ অর্থ: শাব্দিক অর্থ ''তোমার নিকট''। মুফাসসিরগণের মতে এখানে 'ইনদাকা' বা 'তোমার নিকট' শব্দটির বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে: **১. আশ্রয় ও দায়িত্ব:** এর অর্থ হলো, যখন তারা বৃদ্ধ হয়ে দুর্বল হয়ে পড়বে এবং তোমার আশ্রয়ে বা তোমার ঘরে বসবাস করবে। ২. **সেবার সুযোগ:** বৃদ্ধ বয়সে তারা সন্তানের ওপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। তখন তাদের 'বৃদ্ধাশ্রমে' না পাঠিয়ে নিজের কাছে (ইনদাকা) রেখে সেবা করা সন্তানের

ওপর ফরজ। এই শব্দটি সন্তানের প্রত্যক্ষ দায়িত্ব ও মমত্ববোধকে জাগিয়ে তোলে।

১৪৭। সন্তানের ওপর পিতামাতার অধিকার বা দায়িত্বসমূহ সংক্ষেপে বর্ণনা কর। (ما حقوق الوالدين على الاولاد؟ بين مختصرا)

উত্তর: সূরা বনী ইসরাঈলের ২৩ ও ২৪ নং আয়াতে পিতামাতার প্রতি সন্তানের পাঁচটি প্রধান দায়িত্বের কথা উল্লেখ করা হয়েছে: **১. উফ শব্দ না করা:** তাদের কোনো আচরণে বিরক্ত হয়ে 'উফ' বা বিরক্তিপ্রকাশক শব্দ না করা। ২. **ধমক না দেওয়া:** তাদের সাথে ধমক বা উচ্চস্বরে কথা বলা সম্পূর্ণ হারাম। ৩. **সম্মানজনক কথা বলা:** তাদের সাথে 'কাউlan কারীমা' বা নম্র ও সম্মানসূচক ভাষায় কথা বলা। ৪. **বিনয়ী হওয়া:** তাদের সামনে দয়া ও মায়ার সাথে ডানামেলে দেওয়ার মতো বিনয়ী হওয়া (অর্থাৎ অহংকার না করা)। ৫. **দোয়া করা:** তাদের জন্য সর্বদা এই দোয়া করা—(رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيٰنِىْ صَغِيْرًا) ''হে রব! তাদের প্রতি রহম করুন, যেমন তারা শৈশবে আমাকে লালন-পালন করেছেন।''

১৪৮। পিতামাতার প্রতি সম্মান করা ওয়াজিব কিন্তু তারা কাফের হলে বিধান কী? দলীলসহ বর্ণনা কর। (الاحترام للوالدين واجب، فما الحكم اذا كانا كافرين؟ بين مدللا)

উত্তর: পিতামাতা কাফের বা মুশরিক হলেও তাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা, তাদের সেবা-যত্ন করা এবং দুনিয়াবী প্রয়োজনে তাদের সঙ্গ দেওয়া সন্তানের ওপর **ওয়াজিব**। তবে কুফরি বা শিরকের নির্দেশে তাদের আনুগত্য করা যাবে না।

দলিল: ১. সূরা লুকমান (আয়াত ১৫): আল্লাহ বলেন, (وَ صَاحِبْهُمَا فِى الدُّنْيَا مَعْرُوْفًا) ''পার্থিব জীবনে তাদের (কাফের পিতামাতার) সাথে সদ্ভাবে বসবাস কর।'' ২. **হাদিস শরীফ:** আসমা বিনতে আবু বকর (রা.) রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে জিজ্ঞেস করলেন, ''আমার মা (মুশরিক অবস্থায়) আমার কাছে এসেছেন, আমি কি তার সাথে ভালো ব্যবহার করব?'' নবীজি (সা.) বললেন, ''হ্যাঁ, তুমি তোমার মায়ের সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখো।'' (বুখারী ও মুসলিম) সুতরাং,

দ্বীনের ক্ষেত্রে তাদের কুফরির অনুসরণ করা যাবে না, কিন্তু সন্তান হিসেবে তাদের খোরপোস ও সেবা দিতে হবে।

১৪৯। আল্লাহ তায়ালার বাণী 'জানাহায যুল্লি' -এর অর্থ কী? এতে কয়টি দিক রয়েছে? (ما معنى قوله تعالى "جناح الذل"؟ وكم وجها فيه؟)

উত্তর: 'জানাহায যুল্লি' (جَنَاحَ الذُّلِّ)-এর অর্থ: সূরা বনী ইসরাঈলের ২৪ নং আয়াতে পিতামাতার প্রতি সন্তানের আচরণের নির্দেশ দিতে গিয়ে আল্লাহ তায়ালা বলেন: (وَ اخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ) শাব্দিক অর্থ: ''আর আপনি তাদের জন্য দয়াপরবশ হয়ে বিনয়ের ডানা বিছিয়ে দিন।'' এখানে রূপক বা ইস্তিয়ারা ব্যবহার করা হয়েছে। পাখি যেমন তার ছানাদের মমতায় আগলে রাখার জন্য ডানা নামিয়ে দেয় বা উড়ার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও নিচে নেমে আসে, সন্তানকেও পিতামাতার সামনে তেমনি ক্ষমতা ও অহংকার ত্যাগ করে বিনয়ী হতে বলা হয়েছে।

এর দিকসমূহ (الاوجه): মুফাসসিরগণের মতে এই উপমার মধ্যে প্রধানত দুটি দিক বা তাৎপর্য রয়েছে: ১. **চরম বিনয়:** পাখির ডানা নামানো যেমন তার অসহায়ত্ব বা নমনীয়তা প্রকাশ করে, তেমনি সন্তান পিতামাতার সামনে নিজেকে তুচ্ছ ও বিনয়ী হিসেবে উপস্থাপন করবে। ২. **স্নেহ ও মমতা:** পাখি ডানা দিয়ে যেমন সন্তানকে উষ্ণতা ও নিরাপত্তা দেয়, সন্তানও বৃদ্ধ পিতামাতাকে তার সেবা ও ভালোবাসা দিয়ে আগলে রাখবে। এখানে 'যুল্ল' (বিনয়) শব্দটিকে 'রহমত' (দয়া)-এর সাথে যুক্ত করা হয়েছে, যাতে বিনয়টি লোক দেখানো না হয়ে আন্তরিক হয়।

১৫০। আল্লাহ তায়ালার বাণী 'রব্বুকুম আ'লামু বিমা ফী নুফূসিকুম আন তাকূনূ সালিহীন' দ্বারা কীসের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে? (بم اشير بقوله تعالى "ربكم اعلم بما في نفوسكم ان تكونوا صالحين"؟)

উত্তর: আয়াত: (رَبُّكُمْ اَعْلَمُ بِمَا فِيْ نُفُوْسِكُمْ ؕ اِنْ تَكُوْنُوْا صٰلِحِيْنَ فَاِنَّهٗ كَانَ لِلْاَوَّابِيْنَ غَفُوْرًا) **অর্থ:** ''তোমাদের রব তোমাদের অন্তরের বিষয় সম্পর্কে অধিক জ্ঞাত। যদি তোমরা সৎকর্মপরায়ণ হও, তবে নিশ্চয়ই তিনি তওবাকারীদের জন্য ক্ষমাশীল।'' (আয়াত ২৫)

ইঙ্গিত ও তাৎপর্য: ১. অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি: পিতামাতার সেবা করতে গিয়ে বা কথা বলতে গিয়ে মাঝেমধ্যে অনিচ্ছাকৃতভাবে কোনো ভুল বা বেয়াদবি হয়ে যেতে পারে। আল্লাহ এখানে ইঙ্গিত করেছেন যে, যদি তোমাদের অন্তরে পিতামাতার প্রতি সম্মান ও ভালোবাসা থাকে এবং ভুলটি অনিচ্ছাকৃত হয়, তবে আল্লাহ তা ক্ষমা করে দেবেন। ২. **তওবার সুযোগ:** 'আওয়াবীন' (الْأَوَّابِينَ) অর্থ যারা বারবার আল্লাহর দিকে ফিরে আসে। পিতামাতার হক আদায়ে ত্রুটি হলে সাথে সাথে অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইলে এবং পিতামাতার সন্তুষ্টি আদায়ের চেষ্টা করলে আল্লাহ মাফ করবেন। ৩. **অন্তরের অবস্থা:** মানুষ বাইরে বিনয় দেখালেও ভেতরে বিরক্তি থাকতে পারে। আল্লাহ সতর্ক করছেন যে, তিনি সেই গোপন বিরক্তি সম্পর্কেও জানেন। তাই অন্তরকে পরিশুদ্ধ করা জরুরি।

১৫১। সালাত ও সাওম-এর সংজ্ঞা দাও। (عرف الصلاة والصوم)

উত্তর: ১. সালাত (الصلاة):

- **আভিধানিক অর্থ:** দোয়া বা প্রার্থনা, ইস্তিগফার, রহমত।
- **পারিভাষিক অর্থ:** শরিয়তের পরিভাষায়, নির্দিষ্ট কিছু শর্ত সাপেক্ষে তাকবীরে তাহরীমা দ্বারা শুরু করে এবং সালাম ফিরানোর মাধ্যমে শেষ করা বিশেষ কিছু কথা (আরকান) ও কাজের (আহকাম) সমষ্টিকে সালাত বা নামাজ বলে। এটি মুমিনের মিরাজ স্বরূপ।

২. সাওম (الصوم):

- **আভিধানিক অর্থ:** বিরত থাকা বা কোনো কিছু থেকে নিজেকে আটকে রাখা।
- **পারিভাষিক অর্থ:** সুবহে সাদিক থেকে সূর্যাস্ট পর্যন্ত মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির নিয়তে পানাহার ও স্ত্রী-সহবাস থেকে বিরত থাকাকে সাওম বা রোজা বলে। এটি আত্মশুদ্ধি ও তাকওয়া অর্জনের মাধ্যম।

১৫২। আর-রূহ কী? (ما الروح؟)

উত্তরঃ সূরা বনী ইসরাঈলের ৮৫ নং আয়াতে ইহুদিদের প্রশ্নের জবাবে আল্লাহ তায়ালা রূহের পরিচয় দিয়েছেন।

পরিচয়ঃ ১. আল্লাহর আদেশঃ কুরআন বলে, (قُلِ الرُّوْحُ مِنْ اَمْرِ رَبِّیْ) ''বলুন, রূহ আমার রবের আদেশঘটিত বিষয়।'' অর্থাৎ, এটি এমন এক সত্তা যা আল্লাহর বিশেষ আদেশে সৃষ্টি হয় এবং এর প্রকৃত হাকিকত আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না।

২. **সূক্ষ্ম দেহ (Jism Latif)ঃ** ওলামায়ে কেরামের মতে, রূহ হলো এক প্রকার নূরানী বা বায়বীয় সূক্ষ্ম বস্তু, যা প্রাণীর শরীরে প্রবাহিত থাকে, যেমন ফুলের মধ্যে সুঘ্রাণ বা কয়লার মধ্যে আগুন। ৩. **জীবনীশক্তিঃ** রূহ হলো দেহের চালিকাশক্তি। যতক্ষণ এটি দেহে থাকে, মানুষ জীবিত থাকে। এটি বের হয়ে গেলে মানুষ জড় পদার্থে পরিণত হয়। এর জ্ঞান মানুষকে খুব সামান্যই দেওয়া হয়েছে।

১৫৩। কাফের ও মুমিনদের আত্মা কোথায় অবস্থান করে? বর্ণনা কর। (اين تسكن ارواح الكفار وارواح المؤمنين؟ بين)

উত্তরঃ মৃত্যুর পর থেকে কিয়ামত পর্যন্ত সময়কালকে 'আলমে বারযাখ' বলা হয়। এই সময়ে রূহের অবস্থান সম্পর্কে হাদিস ও তাফসীরে ভিন্ন ভিন্ন বিবরণ পাওয়া যায়।

১. মুমিনদের রূহঃ নেককার বা মুমিন বান্দাদের রূহ **'ইল্লিয়্যীন' (عِلِّيِّيْنَ)**-এ অবস্থান করে। এটি সপ্তম আকাশের ওপরে বা আরশের নিচে অবস্থিত একটি সম্মানিত স্থান। সেখানে তারা জান্নাতের সুখ ও শান্তি ভোগ করতে থাকে। শহীদদের রূহ সবুজ পাখির পেটে করে জান্নাতে ঘুরে বেড়ায়।

২. কাফেরদের রূহঃ বদকার বা কাফেরদের রূহ **'সিজ্জীন' (سِجِّيْنَ)**-এ অবস্থান করে। এটি সপ্তম জমিনের নিচে অবস্থিত একটি সংকীর্ণ ও কষ্টদায়ক স্থান। সেখানে তারা কিয়ামত পর্যন্ত শাস্তি ভোগ করতে থাকে। তবে রূহ যেখানেই থাকুক, কবরে থাকা দেহের সাথে তার একটি বিশেষ সম্পর্ক বজায় থাকে, যার মাধ্যমে সে শান্তি বা শাস্তি অনুভব করে।

১৫৪। কেয়ামতের দৃশ্যাবলি ও তার ভয়াবহতা বর্ণনা কর। (بين مشاهد القيامة وما فيها من اهوال)

উত্তর: সূরা বনী ইসরাঈলে কিয়ামতের ভয়াবহ দৃশ্যের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে, বিশেষ করে ১৩-১৫ এবং ৭১-৭২ নং আয়াতে।

দৃশ্য ও ভয়াবহতা: ১. আমলনামা গলায় ঝুলানো: কিয়ামতের দিন প্রত্যেক মানুষের আমলনামা তার গলায় হারের মতো ঝুলিয়ে দেওয়া হবে। আল্লাহ বলবেন, (اِقْرَاْ كِتٰبَكَ) ''তোমার কিতাব তুমিই পাঠ কর, আজ তোমার হিসাবের জন্য তুমি নিজেই যথেষ্ট।'' ২. **ইমামসহ আহ্বান:** আল্লাহ বলেন, ''সেদিন আমি প্রত্যেক দলকে তাদের নেতা (ইমাম) বা নবীসহ ডাকব।'' যাদের ডান হাতে আমলনামা দেওয়া হবে, তারা সফলকাম হবে। ৩. **অন্ধত্ব:** যারা দুনিয়াতে সত্য দেখার ব্যাপারে অন্ধ ছিল (হেদায়েত গ্রহণ করেনি), তারা আখেরাতেও অন্ধ হয়ে উঠবে এবং দিশেহারা অবস্থায় থাকবে। (আয়াত ৭২) ৪. **ন্যায়বিচার:** সেদিন কারো প্রতি সামান্যতম জুলুম (ফাতীলা পরিমাণ) করা হবে না। প্রত্যেকে তার কৃতকর্মের পূর্ণ প্রতিদান পাবে।

১৫৫। হজরত মুসা (আ)-কে প্রদত্ত নয়টি নিদর্শন কী কী? (ما هى الايات التسع التى اعطاها الله موسى عليه السلام؟)

উত্তর: সূরা বনী ইসরাঈলের ১০১ নং আয়াতে বলা হয়েছে: (وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسٰى تِسْعَ اٰيٰتٍۭ بَيِّنٰتٍ) ''আমি মুসাকে সুস্পষ্ট নয়টি নিদর্শন দান করেছি।''

নয়টি নিদর্শন (মুজিযা): হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর মতে, এই নয়টি নিদর্শন হলো যা ফিরআউন ও তার কওমকে সতর্ক করার জন্য পাঠানো হয়েছিল: ১. **লাঠি (العصا):** যা সাপে পরিণত হতো। ২. **শুভ্র হাত (اليد البيضاء):** বগলের নিচ থেকে হাত বের করলে তা সূর্যের মতো উজ্জ্বল দেখাত। ৩. **দুর্ভিক্ষ (السنون):** দীর্ঘস্থায়ী খরা। ৪. **ফলের অভাব (نقص الثمرات):** ফসলের ক্ষতি। ৫. **তুফান (الطوفان):** মহাপ্লাবন। ৬. **পঙ্গপাল (الجراد):** শস্যভুক পোকা। ৭. **উকুন (القمل):** যা মানুষ ও পশুর শরীরে ছড়িয়ে পড়েছিল। ৮. **ব্যাঙ (الضفادع):** ঘরে-বাইরে ব্যাঙের উপদ্রব। ৯. **রক্ত (الدم):** পানি রক্তে পরিণত হওয়া।

১৫৬। 'আল-খারূর লিয-যাকান'-এর অর্থ কী এবং 'ইয়াখিররূনা লিল আযকান'-এর মধ্যে 'লাম'-এর অর্থ কী? (ما معنى الخرور للذقن؟ وما معنى اللام في (قوله تعالى "يخرون للاذقان"؟

উত্তর: 'আল-খারূর লিয-যাকান' (الْخُرُوْرُ لِلذَّقَنِ)-এর অর্থ:

- 'খারূর' অর্থ উপর থেকে নিচে পতিত হওয়া বা লুটিয়ে পড়া।
- 'যাকান' (বহুবচনে আযকান) অর্থ থুতনি বা চিবুক। সুতরাং এর শাব্দিক অর্থ ''থুতনির ওপর লুটিয়ে পড়া''। পারিভাষিক অর্থে, এর দ্বারা **'সিজদা করা'** বোঝানো হয়েছে। যেহেতু সিজদার সময় মুখমণ্ডল বা কপাল মাটিতে রাখতে হয় এবং থুতনি হলো মুখের সবচেয়ে কাছের অংশ যা মাটির নিকটবর্তী হয়, তাই বিনয়ের চূড়ান্ত পর্যায় বোঝাতে এই শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে।

'লাম'-এর অর্থ (معنى اللام): আয়াতে (لِلْاَذْقَانِ)-এর শুরুতে ব্যবহৃত 'লাম' (ل) সম্পর্কে ব্যাকরণবিদদের দুটি মত রয়েছে: **১. লাম আল-ইস্তিকাক (لَامُ الْاِسْتِحْقَاقِ):** অর্থাৎ তারা থুতনি বা মুখের ওপর লুটিয়ে পড়ার উপযুক্ত বা হকদার। ২. **লাম আল-ইনতিহা (لَامُ الْاِنْتِهَاءِ):** অর্থাৎ তাদের লুটিয়ে পড়াটা থুতনি পর্যন্ত পৌঁছেছে। এটি তাদের সিজদার পূর্ণতা নির্দেশ করে।

১৫৭। 'ইয়াখিররূনা' শব্দটি কেন পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে? আয়াতে 'আদ-দোয়া'-এর অর্থ কী? (لم كرر يخرون؟ وما معنى الدعاء في الاية؟)

উত্তর: সূরা বনী ইসরাঈলের ১০৭ ও ১০৯ নং আয়াতে (يَخِرُّوْنَ) শব্দটি দুইবার এসেছে।

পুনরাবৃত্তির কারণ: ১. প্রথমবার (আয়াত ১০৭): এখানে সিজদা করার 'ক্রিয়া' বা বাহ্যিক কাজের কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ, কুরআন শুনে তারা সিজদায় লুটিয়ে পড়ে। ২. **দ্বিতীয়বার (আয়াত ১০৯):** এখানে সিজদার 'অবস্থা' বা অভ্যন্তরীণ অনুভূতির কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ, তারা যখন সিজদায় থাকে, তখন তাদের কান্নাকাটি ও বিনয় (খুশু) বৃদ্ধি পায়। সুতরাং, প্রথমটি দ্বারা আমল এবং দ্বিতীয়টি দ্বারা আমলের গুণাগুণ বা প্রতিক্রিয়া বোঝানো হয়েছে।

'দোয়া'-এর অর্থ: আয়াতে (وَ يَقُوْلُوْنَ سُبْحٰنَ رَبِّنَا) বলা হয়েছে। এখানে তাদের এই বলা বা দোয়া করার অর্থ হলো **'তাসবীহ'** ও আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করা। তারা আল্লাহর ওয়াদা পূর্ণ হওয়ার স্বীকৃতি দিচ্ছে।

১৫৮। আল্লাহ তায়ালার বাণী 'কুল ইদ'উল্লাহা আও ইদ'উর রহমান' -এর শানে নুযুল বর্ণনা কর। (بين سبب نزول الاية "قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن")

উত্তর: আয়াত: (قُلِ ادْعُوا اللّٰهَ اَوِ ادْعُوا الرَّحْمٰنَ ؕ اَيًّا مَّا تَدْعُوْا فَلَهُ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰى)

শানে নুযুল: মক্কায় একদিন রাসূলুল্লাহ (সা.) সিজদায় গিয়ে দোয়া করছিলেন, ''ইয়া আল্লাহ! ইয়া রহমান!'' মক্কার মুশরিকরা (আবু জাহেল ও তার সঙ্গীরা) এটি শুনে উপহাস করে বলতে লাগল, ''মুহাম্মাদ আমাদের দুই উপাস্য পূজা করতে নিষেধ করে, অথচ সে নিজেই দুই প্রভুকে ডাকে—কখনো আল্লাহ বলে, কখনো রহমান বলে।'' তাদের এই মূর্খতা ও ভুল ধারণা দূর করার জন্য আল্লাহ তায়ালা এই আয়াত নাজিল করেন। এতে বলা হয় যে, নাম ভিন্ন হলেও সত্তা একজনই। আল্লাহ ও রহমান একই সত্তার দুটি গুণবাচক নাম।

১৫৯। আল্লাহ তায়ালার বাণী 'কুল ইদ'উল্লাহা আও ইদ'উর রহমান' -এর অর্থ কী? এখানে 'আদ-দোয়া' দ্বারা কী উদ্দেশ্য করা হয়েছে? (ما معنى قوله تعالى "قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن"؟ وما المراد بالدعاء هنا؟)

উত্তর: অর্থ: ''বলুন, তোমরা 'আল্লাহ' নামে আহ্বান কর কিংবা 'রহমান' নামে আহ্বান কর, যে নামেই ডাকো না কেন (সবই সমান); কারণ সব সুন্দর নাম তাঁরই।'' (আয়াত ১১০)

'আদ-দোয়া' (الدعاء) দ্বারা উদ্দেশ্য: এখানে 'দোয়া' শব্দের অর্থ নিছক প্রার্থনা নয়, বরং এর অর্থ হলো **'নামকরণ করা' (التسمية) বা 'জিকির করা'**। অর্থাৎ, তোমরা তাঁকে 'আল্লাহ' নামেও জিকির করতে পারো আবার 'রহমান' নামেও জিকির করতে পারো। আল্লাহর অসংখ্য সিফাতি নাম (আসমাউল হুসনা) রয়েছে। এর যেকোনোটি দিয়ে তাঁকে ডাকা যায়। এটা বহু-ঈশ্বরবাদ নয়, বরং একই সত্তার বিভিন্ন গুণের প্রকাশ। মুশরিকদের ধারণা ভুল যে, ভিন্ন নাম মানে ভিন্ন সত্তা।